রামায়ণের প্রভাব

রামায়ণ শুধু ভারতবর্ষের জাতীয় মহাকাব্য নয়, আদিকাব্যর আদিকাব্য রূপেও তা প্রসিদ্ধ । বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও গৌরব এবং সৃষ্টির বিশালতায় এই মহাকাব্য আজও অনন্য । মহাকবি বাল্মীকি তাঁর " **আপন মনের মাধুরী মিশায়ে** " এই গ্রন্থটি নির্মাণ করে শাশ্বতকালের জন্য মহিমময়, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর মহাপ্রসাদ রেখে গেছেন । তাঁর রচনার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষের জীবনাদর্শ ও হৃদয়াবেগ চিরন্তন সামগ্রী হয়ে উঠেছে । বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনি ও তার সুমহৎ চরিত্রগুলিকে এমন নিবিড়তায় আমাদের প্রাণের বস্তু করে তুলেছেন যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতের আপামর জনসাধারণ তাতে চির-অনুপ্রাণিত হয়ে এসেছে । রামায়ণ একাধারে ধর্মশাস্ত্র ও মহাকাব্য এটি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ – এই চতুর্বর্গের রত্নময় আধার মহাসমুদ্রের মতো তা গভীর, শ্রুতিমনোহর ও হৃদয়নন্দন । তাই আদিকবি বলেছেন –

" **কামার্থগুণসংযুক্তং ধর্মার্থগুণবিস্তরম্ ।**

সমুদ্রমিব রত্নাঢ্যং সর্বশ্রুতিমনোহরম্ " ।।

সমাজজীবনে প্রভাব

বাল্মীকি তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে রাম-সীতার মাহাত্ম্য, ভাবের গভীরতায় এবং ভাষার প্রাঞ্জলতায় এমনই হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন যে, ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁর দ্বারা চির-অনুপ্রাণিত । রামের অসাধারণ মাতৃভক্তি, ভরত ও লক্ষ্মণের অতুলনীয় ভ্রাতৃভক্তি ও সীতার অনুপম পাতিব্রত্য জনমানসকে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে । ত্যাগের মহিমায় এঁরা সকলেই স্বমহিমায় ভাস্বর । ক্ষমা, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, প্রজাবাৎসল্য ও দৃপ্ত পুরুষাকারের জলন্ত বিগ্রহ রামচন্দ্র । সতীকুল শিরোমণি সীতা রমণীকুলের রত্নস্বরূপা । দশরথ ও কৌশল্যার মধ্যে আমরা স্নেহকাতর পিতামাতাকে পাই । আর্দশ প্রভুভক্ত হনুমান সকলের নমস্য । রামায়ণ যত-না যুদ্ধকে আশ্রয় করে তার চেয়ে বেশি রাম ও সীতার দাম্পত্য প্রেমকে উজ্বল

করে দেখিয়েছে । ভারতীয়দের গার্হস্থ্য জীবন যে কত উচ্চস্থানে ছিল তা এই মহাকাব্য প্রমাণ করেছে ।

ধর্মীয়জীবনে প্রভাব

ভারতীয় ধর্মজীবনেও রামায়ণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । ভারতের নরনারী পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে রাম, সীতা ও প্রভুভক্ত হনুমানের নাম জপ করে । জাতির জনক গান্ধীজি প্রার্থনাসভায় রাম-সীতার জয়গাথা গাইতেন – **"রঘুপতি রাঘব রাজা রাম / পতিত পাবন সীতা রাম "**। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে, কোনো বারব্রতে, দেবালয়ে, সাধারণদের মিলনস্থানে রামায়ণ গান আজও পঠিত হয় । উত্তর ভারতে পরস্পরের সাক্ষাৎকারে **"রাম রাম"** উচ্চারিত হয় । ভারতবাসী এখনও রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে । ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রতি বছর 'দশেরা' উপলক্ষে রামোৎসব পালিত হয় ।

সাহিত্যে প্রভাব

রামায়ণ মৃত্যুঞ্জয়ী মহাকাব্য । অখিল ভারতীয় কাব্য ও সাহিত্যের উৎস এই রামায়ণ মহাকাব্য ।

১) সংস্কৃত সাহিত্য – প্রথিতযশা নাট্যকার ভাসের প্রতিমা ও অভিষেক নাটক, মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশম্, ভবভূতির মহাবীরচরিতম্ এবং উত্তররামচরিতম্, ভট্টির রাবণবধম্, কুমারদাসের জানকীহরণম্, মুরারির অনর্ঘরাঘব, ক্ষেমেন্দ্রর রামায়ণমঞ্জরী, রাজশেখরের বালরামায়ণ, জয়দেবের প্রসন্নরাঘব, ভোজের চম্পূরামায়ণ – এই সুবিশাল সাহিত্যকৃতির উপাদান রামায়ণ থেকেই সংগৃহীত হয়েছে । এছাড়াও অধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, যোগবাশিষ্ট রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং আধুনিক কালের শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের কাব্য ও নাটক, শ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থের নাটকে রামায়ণের প্রভাব লক্ষণীয় ।

২) প্রাদেশিক সাহিত্য – প্রাদেশিক সাহিত্যেও রামায়ণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । কৃত্তিবাসের রামায়ণ, তোরবেয় রামায়ণ, অসমিয়াভাষায় মাধব-কণ্ডলীর রামায়ণ, তামিল ভাষায় কম্বরামায়ণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ।

৩) <u>আধুনিক বাংলায়</u> – ঈশ্বরচন্দ্রের সীতার বনবাস, মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্য, রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি প্রতিভা প্রভৃতি অসংখ্য সাহিত্য রামায়ণ অবলম্বনে রচিত হয়েছে ।

<u>ঐতিহাসিক মূল্য</u>

রামায়ণ মহাকাব্যের অন্তরালে কিছু ঐতিহাসিক সত্য লুকিয়ে আছে । এই রূপক কাব্য থেকে জানা যায় – সুদূর দক্ষিণ পর্যন্ত আর্যসভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল । আর্যদের সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসসভ্যতা ও বানরসভ্যতা বিস্তৃত ছিল । আর কৃষিই যে আর্যদের মূল সভ্যতা তা সীতা শব্দের মধ্যে পাই । এই কৃষিভিত্তিক সভ্যতা দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে- এই কথা পাশ্চাত্য পণ্ডিত ওয়েবার এবং ইয়াকোবি – ও স্বীকার করেন।

ভারতের সমাজ, সাহিত্য, দর্শন, রাষ্ট্র, ধর্ম সর্বত্রই রামায়ণের অসীম প্রভাব লক্ষ করে ব্রহ্মার আশীর্বাদটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে-

“যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে ।

তাবদ্ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি” ।।

****